QUR'AN RESEARCH FOUNDATION
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স
(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৩)
বিষয়: অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কী?

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

- কোনটি সঠিক? প্রচলিত মতে অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি-
  ১. নেই ২. আছে ৩. অবশ্যই নেই ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? 'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি নেই' কথাটি বিশ্বাস করা মুসলিমের সংখ্যা-
  ১. শতভাগ ২. প্রায় শতভাগ ৩. অনেক ৪. খুব কম ৫. বলা কঠিন

- সঠিক না ভুল? প্রচলিত মতে অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি না থাকার দলিল হলো-
  ১. তারা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়নি
  ২. তাদের কাউকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখা যায় না।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

Common sense

তথ্য-১

- কোনটি সঠিক? মুসলিম পরিবারে গোপন কাফির (মুনাফিক) তথা জাহান্নামী ব্যক্তি-
  ১. নেই ২. আছে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন তথা জান্নাতী ব্যক্তি থাকা-
  ১. সম্ভব নয় ২. খুবই সম্ভব ৩. সম্ভব ৪. বলা কঠিন

❖ তথ্য-২

- সঠিক না ভুল? মুসলিম পরিবারে থাকা গোপন কাফির হলো তারা, যারা-
  - অন্তরে ঈমান আনেনি কিন্তু মুখে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়
  - অনিচ্ছা সহকারে, প্রকাশ্যে ইসলামের কিছু আমল করে
  - গোপনে, ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ব্যতীত ইসলামের অনেক আমল অমান্য করে।

- তাহলে সঠিক না ভুল? অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন বা জান্নাতী ব্যক্তি হবে তারা, যারা-
  - অন্তরে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের কারণে মুখে ঘোষণা দেয় না
  - ওজরের কারণে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না,
  - গোপনে, ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

কুরআন ও হাদীসের অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

- কোনটি সঠিক? অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে কুরআনের তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত-

  ১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. আছে ৪. বলা কঠিন

- কি সেই পূর্বশর্ত?

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে। (সূরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

আল কুরআন

- তথ্য-১

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ

অনুবাদ: ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল সে বললো- তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? (মু'মিন/৪০ : ২৮)

- কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, কাফির পরিবারে গোপন মু'মিন-

  ১. অবশ্যই আছে ২. থাকতে পারে ৩. নেই ৪. বলা কঠিন

- তথ্য-২

وَلَوْ امَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُوْنَ .

অনুবাদ: আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত; তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (আলে-ইমরান/৩ : ১১০)

- কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবারে বা সমাজে মু'মিন-

  ১. নেই ২. অবশ্যই আছে ৩. থাকতে পারে ৪. বলা কঠিন

- তথ্য-৩

لَيْسُوْا سَوَاءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ ايٰتِ اللهِ اناَءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ . يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْنَ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ ط وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ ط وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ .

অনুবাদ: তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে একটি দল (ঈমানের উপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে;

আর তারা সৎকর্মশীলদের (নেককার) অন্তর্ভুক্ত। আর তারা কল্যাণকর যে কাজই করুক তা কখনও অস্বীকার করা হবে না; আর আল্লাহ ভালোভাবে খবর রাখেন আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সম্পর্কে।(আলে-ইমরানঃ ১১৩-১১৫)

ব্যাখ্যা: এখানে আহলে কিতাব সমাজে থাকা একটি দল সম্পর্কে নিম্নের কথাগুলো বলা হয়েছে-

১. তারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত
২. রাতের বেলায় তথা গোপনে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে
৩. আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে
৪. সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে
৫. কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে
৬. তারা নেককার
৭. তাদের করা কল্যাণকর কোনো কাজকে অস্বীকার করা হবে না
৮. তারা আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তি

কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবারে গোপন নেককার ও মুত্তাকী ব্যক্তি-

১. নেই　　২. থাকতে পারে　　৩. অবশ্যই আছে　　৪. বলা কঠিন

তথ্য-৪

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না (ছোট ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না); এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরষ্কার (জান্নাত); নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবারে বেহেশতী ব্যক্তি-

১. অবশ্যই আছে　　২. থাকতে পারে　　৩. নেই　৪. বলা কঠিন

তথ্য-৫

হুদায়াবিয়ায় যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হওয়ার পেছনে মূল কারণ কি ছিল?

وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّه‘
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অনুবাদ: তিনি মক্কার উপকণ্ঠে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন পরবর্তিতে তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার জন্য; আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন। তারাই কুফরী করেছে এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদের মসজিদুল-হারাম হতে ও বাঁধা

দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। আর (তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত) যদি না থাকত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদের তোমরা জানতে না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত (গুনাহগার) হতে। (যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এজন্য) যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। যদি তারা পৃথক হত তাহলে আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।(ফাতহ/৪৮ : ২৫)

কোনটি সঠিক? মক্কায় তখন মুশরিক লোকেরা বাস করতো। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়, মুশরিক পরিবারে গোপন মু'মিন নর-নারী-

১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

তথ্য-৬.১

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুসলিম) এবং ইহুদি, খৃষ্টান ও সাবেয়ী, যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।(আল-বাকারা/২ : ৬২)

তথ্য-৬.২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুসলিম) এবং ইহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।(আল-মায়েদা/৫ : ৬৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা:

দ্বিতীয় আয়াতখানির 'তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট' কথাটি ছাড়া আয়াত দু' খানির বক্তব্য অভিন্ন। আয়াত দু'খানির ভাসাভাসাভাবে পড়লে মনে হতে পারে- মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি ও সাবেয়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তারা পরকালে জান্নাতে যাবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহনযোগ্য হবে না। আয়াতদু'খানির সঠিক ব্যাখ্য বুঝতে হলে যে তথ্যগুলো সামনে থাকতে হবে-

১. কুরআন ব্যাখ্যার ১ ও ২ নং মূলনীতি-

- কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী কথা নেই
- একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে।

২. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কথাটির সর্বাধিক তথ্যবহুল অর্থ-

কোনটি সঠিক? আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কথাটির সর্বাধিক তথ্যবহুল ব্যাখ্যা হলো-

১. আল্লাহর প্রেরিত সকল কিতাবের বক্তব্যকে বিশ্বাস করা ২. আল্লাহ এক কথাটি বিশ্বাস করা

৩. আল্লাহ সবচেয়ে ক্ষমতশীল কথাটি বিশ্বাস করা ৪. অন্যকিছু

… … …وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ … … …

অনুবাদ : আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, ইহা (কুর'আন) তোমার রবের কাছে থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। (আন'আম/৬ : ১১৪)

৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল-কুরআন।
৪. ব্যবহারিকগ্রন্থ বিষয়ক চিরসত্য বিধান হলো- নতুন সংস্করণ আসলে পূর্ববর্তী সংস্করণ বাতিল হয়ে যায়।
৫. আল কুরআন মুসলিদের জন্য পূর্ববর্তী কিতাব ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক করেছে।
৬. বর্তমানে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে- সকল বড় ঐশী গ্রন্থে (তাওরাত, যবুর, ইন্জিল, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি) কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের কথা উল্লিখিত আছে।
৭. আয়াত দু'খানির শানে নুযুল- ইহুদীরা মনে করতো তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই আকিদা, বিশ্বাস ও কর্ম যাই হোক না কেন তাদের সম্প্রদায়ের লোক পরকালে জান্নাত পাবে। অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক জান্নাত পাবে না।
৮. আয়াত দু'খানিতে চার সম্প্রদায়ের মানুষ জান্নাত পাবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে-

- মুসলিম
- ইহুদী
- খ্রিস্টান
- সাবেঈন।

তাই, আয়াত দু'খানিতে উল্লিখিত চার সম্প্রদায়ের মানুষের জান্নাত পাওয়ার শর্ত হবে-
১. মুসলিমদেরকে কুরআন ও অন্য সকল ঐশী গ্রন্থের অপরিবর্তীত অংশ, রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এবং অন্য সকল নবী-রাসূল (আ.)-কে বিশ্বাস করতে হবে। তবে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার জন্য কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করতে হবে।
২. ইহুদী, খৃষ্টান ও সাবেয়ী সম্প্রদায়কে তাদের কিতাব, কুরআন, অন্য সকল ঐশী গ্রন্থ, তাদের নবী, মুহাম্মাদ (সা.) এবং অন্য সকল নবী-রাসূল (আ.)-কে বিশ্বাস করতে হবে। তবে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার জন্য কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করতে হবে। আয়াত দু'খানির এ ব্যাখ্যা অন্য সকল আয়াতের সম্পূরক এবং যৌক্তিক। তাই, এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহনযোগ্য হবে।

তথ্য-৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে তখন (তোমাদের শত্রু-মিত্র) পরীক্ষা করে নেবে। আর কেউ তোমাদের সালাম দিলে দুনিয়ার সম্পদ (গনিমত হিসেবে) লাভ করার অভিপ্রায়ে তাকে বলো না, তুমি মু'মিন নও, কারণ আল্লাহর কাছে প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে। তাদের মতো তোমরাও ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। (সুরা নিসা/৪ : ৯৪)

যে কোনো তথ্য/বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা এবং প্রাথমিকভাবে নেয়া ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা

↓

মণীষীদের ইজমা-কিয়াস উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

তাই, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন বা জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي... ... ...حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ... ... ...عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নাজাশী যেই দিন মারা যান সেই দিন-ই আল্লাহর রসূল (স.) তাঁর মৃত্যুর খবর দেন এবং জানযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্দী করে চার তাকবীর আদায় করলেন।
(বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১১৮৮।)

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِرْمِذِي... ... ... حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ ◌َحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ... ... ... عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ.

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমরান ইবন হুসাইন (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয় আবূ সালামা ইয়াহইয় ইবন খালাফ ও হুমাইদ ইবন মাসআদাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-

ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বললেন- তোমাদের ভাই নাজ্জাসী ইন্তিকাল করেছে, সুতরাং তোমরা দাঁড়াও এবং তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করো।

(রাবী ইমরান ইবন হুসাইন রা.) বলেন- অতপর আমরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম যেমনভাবে নামাযের কাতারে দাঁড়াই এবং তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলাম যেমনটি অন্য মৃত ব্যক্তির জন্য আদায় করা হয়। (তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-১০৩৯।)

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... أَخْبَرَنَا عمرو بن منصور... ... ... عن أنس قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله ﷺ صلوا عليه قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي فأنزل الله عز و جل { وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين } الآية

অনুবাদ : ইমাম আন-নাসাঈ (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আমর ইবন মানসূর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে লিখেছেন-

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, যখন নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট আসলো তখন তিনি বললেন- তোমরা জানাযার সালাত আদায় করো। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা কি একজন হাবশার নাগরিকের (কাফির) জানাযার সালাত পড়বো? অতপর মহান আল্লাহ নাযিল করেন-

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط أُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

(আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

‘আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না। এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’।
(নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-১১০৮৮।)

অমুসলিম ও মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মানুষের পরকালীন বিচারের মানদন্ড

কোনটি সঠিক? মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মানুষের পরকালীন বিচারের মানদন্ড-
১. অভিন্ন হবে   ২. ভিন্ন হবে   ৩. মনে হয় ভিন্ন হবে   ৪. বলা কঠিন

Common sense (মালিকের নিয়োদকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু- জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখে। তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে ইসলামের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়। ফলে তার পক্ষে ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা সহজ হয় এবং না মানা কঠিন হয়। অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু- জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে ইসলাম বিরুদ্ধ বিভিন্ন বিষয় যেমন- পূঁজা করা, গির্জায় যাওয়া, শুকরের গোশতো খাওয়া, মদ খাওয়া ইত্যাদি দেখে। তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে তাদের ধর্মের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়।

বড় হয়ে মিডিয়া, বই বা কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও ইসলাম পালন করতে গেলে তাকে নানা ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। সে বাঁধার মধ্যে থাকতে পারে- তিরস্কার, নির্যাতন, বহিষ্কার, সম্পর্ক ছেদ, সহায়-সম্পত্তি হারানো, হত্যা ইত্যাদি। কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘরে জন্মায়না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান।

- তাহলে কোনটি সঠিক? মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মানুষের পরকালীন বিচারের মানদন্ড-
  ১. অভিন্ন হবে ২. ভিন্ন হবে ৩. বলা কঠিন

আল কুরআন

- তথ্য-১

আল্লাহ তা'য়ালা যে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক হওয়ার প্রমাণ কী?

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অনুবাদ: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।(আন'আম/৬ : ১৬৫)

- কোনটি সঠিক? আয়াতখানি অনুযায়ী অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের তূলনায় পরকালিন বিচারের মানদন্ড অপেক্ষাকৃত-
  ১. সহজ হবে ২. কঠিন হবে ৩. অভিন্ন হবে ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? আয়াতখানি অনুযায়ী, মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া, ইসলাম জানার ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়া মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদন্ড-
  ১. অভিন্ন হবে ২. ভিন্ন হবে ৩. জানি না ৪. বলা কঠিন

- তথ্য-২

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্য যেÑ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (কুরআনের) জ্ঞান রাখে না (জন্মের স্থানের কারনে) ।(সুরা তাওবা/৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : জন্মের স্থানের কারণ কুরআনের জ্ঞান রাখে না।

ইসলাম জানতে না পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদন্ড

- কোনটি সঠিক? তথ্যপ্রযুক্তি যতো উন্নত হবে ইসলাম জানতে না পারা অমুসলিমদের সংখ্যা ততো-
  ১. বাড়বে ২. কমবে ৩. অভিন্ন থাকবে ৪. বলা কঠিন

- সঠিক না ভুল?

  অতীতে ইসলাম না জানা অমুসলিম অনেক ছিল। বর্তমানে অল্প হলেও আছে। আর কখনো এদের সংখ্যা শুন্য হবে না।

- কোনটি সঠিক? অমুসলিম ঘরে জন্মানো যে মানুষটি ইসলাম কোনভাবে জানতে পারেনি তাকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন না করার জন্য পাকড়াও করা-

  ১. হবে না ২. অবশ্যই হবে না ৩. হবে ৪. বলা কঠিন

- এ বিষয়ে উদাহরণ কী?

  মাক্কী জীবনে এন্তেকাল করা সাহাবীগণ

এ বিষয়ে কুরআন-
আল কুরআন

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অনুবাদ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতোক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার নিকট পৌঁছায়। (বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অনুবাদ: আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতোক্ষণ না কোনো উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

অনুবাদ: এটি এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার ন্যায় যুলুমের কাজ করেন না। (আন'আম/৬ : ১৩১)

তাহলে অমুসলিম ঘরে জন্মানো যে মানুষটি ইসলাম কোনভাবে জানতে পারেনি তার বিচার হবে কিভাবে?

❖ রুহের জগতে আল্লাহর শেখানো বিষয়গুলোর ভিত্তিতে

- সে বিষয়গুলো কী কী?

১. আর আল্লাহর একত্ববাদ (তৌহিদ)।
২. মানবাধিকার/ন্যায়-অন্যায়/সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো।
এ দু'ধরনের বিষয় মানুষ জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense দিয়ে বুঝতে পারে।

জীবনের যে সময়ে ঈমান আনলে অমুসলিম ঘরে জন্মানো মানুষেরা জান্নাত পাবে

❖ কোনটি সঠিক? অমুসলিম ঘরে জন্মানো মানুষদের জান্নাত পেতে গেলে ঈমান আনতে হবে-

১. বালেগ হওয়ার সাথে সাথে
২. মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে
৩. মধ্য বয়সে
৪. বলা কঠিন

❖ দলিল কী?

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ج حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অনুবাদ: অবশ্যই আল্লাহ সেসব (মু'মিন) লোকের তাওবা কবুল করেন যারা জাহালাতের জন্য (Common sense-কেও কাজে না লাগানোর জন্য) গুনাহ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় যারা গুনাহর কাজ করে যেতে থাকে যতোক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে- নিশ্চয় আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়; তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নাম) প্রস্তুত রেখেছি। (নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

<u>অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তির বেহেশত পেতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হবে</u>

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না; এসব লোকদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরষ্কার; নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে নিশ্চয়তা সহকারে জানা যায় যে, অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিনদের বেহেশত পেতে হলে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে-

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকতে হবে। এ বিশ্বাসের প্রধান দু'টি দিক হলো- আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং আল্লাহর সত্তার সাথে কোন শরীক নেই (বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি নেই) তথ্য দু'টি বিশ্বাস করা।
২. কুরআনের প্রতি ঈমান থাকতে হবে। অর্থাৎ কুরআন মানুষের জীবন পরিচলনার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত পথনির্দেশিকার (কিতাব) সর্বশেষ সংস্করণ এটি বিশ্বাস করা।
৩. তাদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবখানিও আল্লাহর কিতাব তবে তা কিতাবের পূর্বের সংস্করণ এ তথ্যটি বিশ্বাস করতে হবে।
৪. আল্লাহর আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআনের আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে।
৫. আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না। (ছোট ওজরের কারণে কুরআনকে অমান্য না করা)। অর্থাৎ ছোট ওজরের কারণে কুরআনের ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, সাধারণ ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে অমান্য করা যাবে না।

তথ্যটি প্রচার হলে মানব সভ্যতার যে কল্যাণ হবে

১. তথ্যটি জানা থাকলে ব্যক্তি মুসলিমের, ব্যক্তি অমুসলিমের প্রতি ঘৃণাভাব কমে যাবে। কারণ, ব্যক্তি মুসলিম সবসময় ভাববে অমুসলিম ব্যক্তিটিতো গোপন মু'মিন হতে পারে।

২. বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী লোক উপস্থিত থাকা সমাজে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক বেড়ে যাবে।

৩. অনেক অমুসলিম গোপনে ঈমান আনবে ও বিভিন্নভাবে ইসলাম বা মুসলিমদের সহায়তা করবে। ফলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ হবে।

জানার পর তথ্যটি প্রচার না করলে ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা, আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় (লাভ) করে (সামান্য ওজরের কারণে কুরআনের বিষয় গোপন করে), তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না)। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।(বাকারা/২ : ১৭৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা (একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ) মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বিষয়াদি ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে।
তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করবো; আর আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। (বাকারা/২ : ১৫৯, ১৬০)

এক ব্যক্তির কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা

আমাল কি কিতাব থি
দুয়া কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book of Command for action. You turned it into a book of prayer
মানার কিতাব ছিল তোমরা তাকে দোয়ার বই বানিয়েছো

শামাজহে কি কিতাব থি
পার্হনে কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book for understanding
You read it without understanding
বুঝার কিতাব ছিল তোমরা তাকে পড়ার বই বানিয়েছো

জিন্দাওন কা দাস্তুর থা
মুর্দান কা মানশোর বানা দিয়া
It was a code for the living
You turned it into a manifesto of the dead
জীবিত মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ছিল
তোমরা তাকে মৃত মানুষের লিখিত ঘোষনা বানিয়েছো

জো ইলম কি কিতাব থি
উসে লা-ইলম কে হাথ থামা দিয়া
It was a Book of knowledge
You abdicated it to the ignoramus
যা জ্ঞানের কিতাব ছিল তোমরা তাকে অজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়েছো

তাসখীর-ই-কায়েনাত কা দার্স দেনে আয়ি থি
শির্ফ মাদ্রাসা ওকা নিসাব বানা দিয়া
It came to give knowledge of Creation You abandoned it to the madrasa
যা সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মাদ্রাসায় রেখে দিয়েছো

মুর্দা কাউমন কা জিন্দা কার্নে আয়ি থি
মুর্দান কা বাখশাওনে পার লাগা দিয়া
It came to give life to dead nations
You used it for seeking mercy for the dead
যা মৃত জাতিকে জীবন দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মৃতদের অপরাধ মাফ করিয়ে নেয়ার বিষয় বানিয়েছো

আয়ে মুসাল্মান ইয়ে তুমনে কিয়া কিয়া?
O’ Muslims! What have you done?
হে মুসলিম জাতি এটি তোমরা কি করেছো?

- কোনটি সঠিক? কবিতাটির লেখকের মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা-
  ১. শতভাগ ২. প্রায় শতভাগ ৩. অনেক ৪. খুব কম ৫. বলা কঠিন

কবিতাটির লেখক হলেন- ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা

- তাহলে কোনটি সঠিক? ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মার গোপন মু’মিন ও জান্নাতী হওয়ার সম্ভাবনা-
  ১. শতভাগ ২. প্রায় শতভাগ ৩. অনেক ৪. খুব কম ৫. বলা কঠিন

বিভিন্ন উপশিরোনামে আলোচনাকৃত বিষয়গুলোর মূল বার্তা

১. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন বা বেহেশতী ব্যক্তি থাকা না থাকা সম্পর্ক প্রচলিত ধারনা
২. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন বা বেহেশতী ব্যক্তি থাকা না থাকার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য
৩. মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মানুষের পরকালিন বিচারের মানদন্ড
৪. অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তির বেহেশত পেতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হবে
৫. তথ্যটি প্রচার হলে মানব সভ্যতার যে কল্যাণ হবে
৬. জানার পর তথ্যটি প্রচার না করলে ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে
৭. এক ব্যক্তির কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানোর তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
ফেসবুক পেজ : Quran Research Foundation
ফেসবুক আইডি-কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইউটিউব : www.youtube/QRF.TV
স্কাইপি আইডি : Quran Research Foundation
আমাদের অনলাইন শপ- shop.qrfbd.org
ঘরে বসে কুরআন শিখতে গুগল প্লেস্টোর হতে ডাউনলোড করুন-**selflearnquran**
কম্পিউটারে বসে কুরআন শিখতে ইনস্টল করুন-কুরআন শিক্ষার সফটওয়ার

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)